প্রকার দুষ্ট অর্থাৎ পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই, কিন্তু জ্ঞানলবে দুর্ব্বিদগ্ধজনে অর্থাৎ যাহার জ্ঞানকণিকালাভে পরম উদ্ধত, তাহাদিগের পক্ষে কিন্তু পাটোয়ারী বুদ্ধি হইতে অবহেলা করা হয় বলিয়া ভক্তির বাধক হইয়া থাকে। যেমন মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া নামগ্রহণকারী বেণ মহারাজে বস্তুশক্তি বাধিত হইয়াছিল, ভিজা কাঠে অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন স্থগিতা হয়। তাই—

শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বর্য্যাপি।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন তোষায় কল্পতে॥

আমার ভক্তজন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জল দিলেও আমার প্রিয় বলিয়াই মনে হয়, আর অভক্তগণ প্রচুর পরিমাণে দান করিলেও আমার সন্তোষের কারণ হয় না।

এই শ্লোকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি শব্দে আদরই কথিত হইয়াছে; অর্থাৎ আদরপূর্ব্বক আমাকে জল দিলেও সন্তুষ্টি লাভ করি, কিন্তু অনাদরপূর্ব্বক প্রচুর দানেও আমার সন্তোষ হয় না। সেই আদরটি কিন্তু ভগবানের সন্তোষ-লক্ষণ ফলবিশেষের উৎপত্তিতে অনাদর-লক্ষণ সন্তোষ-বিঘাতক অপরাধের নিরাসক। অর্থাৎ যাহাতে ভগবানের সন্তোষ হয়, তাহা ভগবৎ-সন্তোষের বিরোধী অনাদররূপ অপরাধের বাধকই হইয়া থাকে। অতএব, শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ অর্থাৎ কারণ নহে, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থী, সমর্থ ও বিজ্ঞতার মত শ্রদ্ধা পদটি অনন্যত্যখ্যা ভক্তিতে অধিকারী বিশেষণরূপে উল্লেখ হইয়া থাকে। এইজন্যই "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্" —এই শ্লোকে ভক্তি অধিকারীর বিশেষণরূপেই "শ্রদ্ধা" পদটি উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন "স্বর্গকামো হশ্বমেধেন যজেত"—এই শ্রুতিতে যদ্যপি ক্ষত্রিয়মাত্রই অশ্বমেধযাগের অধিকারী, তথাপি যেজন স্বর্গপ্রার্থী এবং ঐ অশ্বমেধযোগ করিতে সমর্থ, বিজ্ঞ সেইজনই ঐ যাগ করিতে পারে; কিন্তু এই অর্থী, সমর্থ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি অশ্বমেধ যাগে অধিকারী—এইরূপ তাৎপর্য্য নহে। ক্ষত্রিয়মাত্রই অধিকারী; কিন্তু অনুষ্ঠান যোগ্যতা, অর্থিতা প্রভৃতি না থাকিলে হইতে পারে না বলিয়া অর্থী, সমর্থ প্রভৃতিপদ অধিকারীর বিশেষণরূপেই প্রয়োগ হইয়াছে। তেমনি ভক্তিমাত্রে সকল মানবই অধিকারী হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তিটি অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদিতে অনাবৃত এমত শ্রীকৃষ্ণসুখের আনুকূল্যে অনুশীলনরূপা অনন্যতা নামক ভক্তিযোগে শ্রদ্ধাবান্‌জনই অধিকারী হইবে। যেহেতুক ভক্তিঅঙ্গে দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মিলে অন্য কর্ম্মাদিসাধনে এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি